প্রথম আলো

তারিখ 31 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

হল নির্মাণের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা গতকাল সকালে জাতীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সমাবেশ করেন ● ছবি : প্রথম আলো

শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের কর্মসূচি, কাল ধর্মঘট

রাজধানী প্রতিবেদক ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার পৃথক কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। দাবি আদায়ে কাল বৃহস্পতিবার ধর্মঘট ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে সকাল নয়টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে অনশন কর্মসূচি পালন করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রলীগ নতুন হল নির্মাণের দাবির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সদরঘাট শাখা স্থানান্তরের দাবিও জানিয়েছে।

পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গায় নতুন আবাসিক হল ও কেরানীগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গায় হল নির্মাণের দাবিতে টানা চার সপ্তাহ আন্দোলন করছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা যোগ দেন। এ ছাড়া এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। তবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে না দেওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর গত রোববার ও সোমবার কয়েক দফা হামলা চালায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। এতে অন্তত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের দাবি

৭০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। এর আগে গত বুধবার পুরানা পল্টনে হামলা করেছিল ছাত্রলীগ।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ থেকে ৫০০ সাধারণ শিক্ষার্থী জড়ো হন। হল নির্মাণের দাবিতে বিভিন্ন ব্যানার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়। বেলা দেড়টা পর্যন্ত এই সমাবেশ চলে। সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, টানা চার সপ্তাহের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বানচাল করতেই ধারাবাহিকভাবে হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। ক্যাম্পাসে বিভিন্নভাবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘটসহ কর্মসূচি চলবে। সমাবেশে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সংহতি জানায়।

রাইসুল ইসলাম নামের এক শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলনের সঙ্গে একমত নয় ছাত্রলীগ। তাদের উদ্দেশ্য আন্দোলনকে বানচাল করা। এই উদ্দেশ্যেই তারা বারবার শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করছে।

অন্যদিকে সকাল নয়টায় সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে অনশনে বসে ছাত্রলীগ। তারাও হলের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেয়। দুপুর ১২টার দিকে পানি পান করিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অনশন ভাঙান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের যৌক্তিক দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।'

থার্মেক্স গ্রুপের সম্মতি: গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সোমবার রাতে থার্মেক্স গ্রুপের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক সভা হয়। সভায় থার্মেক্স গ্রুপ একটি হল নির্মাণ করে দিতে সম্মতি দিয়েছে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মীজানুর রহমান, থার্মেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল কাদের মোল্লা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১২ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদান হিসেবে একটি আবাসিক হল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন থার্মেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল কাদের মোল্লা। এখন এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেরানীগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে এক হাজার ছাত্রের জন্য একটি হল নির্মাণ করে দেবেন তিনি। এ উপলক্ষে ঈদুল আজহার ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও থার্মেক্স গ্রুপের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। আগামী জানুয়ারিতে নির্মাণকাজ শুরু হবে। হলটি নির্মাণে সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে থার্মেক্স গ্রুপ।